"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা প্রতিটি বিষয়েই কল্যাণকারী, তাই যে নির্দেশই পাও না কেন, তাতে অজুহাত না দিয়ে সদা শ্রীমতে চলতে থাকো"

***প্রশ্নঃ -** ঐকান্তিক(প্রগাঢ়) ভক্তি আর ঐকান্তিক পঠনপাঠন - এই দুই থেকে যে প্রাপ্তি হয়, তাতে প্রভেদ কোথায় ?*

***উত্তরঃ -** নৌধা ভক্তিতে অর্থাৎ ঐকান্তিক ভক্তিতে কেবল সাক্ষাৎকার হয়, যেমন শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হলে, শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার হবে, রাস ইত্যাদি করবে, কিন্তু তারা কেউই বৈকুন্ঠপুরী বা শ্রীকৃষ্ণপুরীতে যায় না l বাচ্চারা, তোমরা নৌধা পাঠ পড়, যাতে তোমাদের সমস্ত মনোকামনা পূরণ হয়ে যায় l এই পড়াতেই তোমরা বৈকুন্ঠপুরীতে চলে যাও l

***গীতঃ-** আজ নয় তো কাল মেঘ তো কাটবেই, ও রাতের পথিক, সকাল হল বলে, চলো এবার ঘরে ফিরে* .....

ওম্ শান্তি l এ কথা কে বলেছেন যে, ঘরে ফিরে চলো ? কারোর সন্তান যদি রাগ করে চলে যায়, তখন মিত্র - সম্বন্ধী আদি তার পিছনে - পিছনে যায়, তারা বলে, রাগ কেন করেছো ? এখন ঘরে চলো l বেহদের বাবা এসে এ কথাই সকল বাচ্চাদের বলেন l বাবাও আছেন আবার দাদাও আছেন l শরীরেরও আছেন আবার আত্মারও আছেন l তিনি বলেন - হে বাচ্চারা, রাত সম্পূর্ণ হয়েছে, এখন ঘরে ফিরে চলো, এরপর দিন আসবে l এ হয়ে গেলো জ্ঞানের কথা l ব্রহ্মার রাত আর ব্রহ্মার দিন - এ কথা কে বুঝিয়েছেন ? বাবা বসে ব্রহ্মা আর ব্রহ্মাকুমার - কুমারীদের বোঝান l অর্ধেক কল্প হলো রাত, অর্থাত্ পতিত রাবণ রাজ্য অথবা ভ্রষ্টাচারী রাজ্য কেননা সবাই আসুরী মতে চলে l এখন তোমরা শ্রীমতে চলছো l এই শ্রীমতও অজ্ঞাত l আমরা জানি যে বাবা নিজেই আসেন l তাঁর রূপই আলাদা l রাবণের রূপ আলাদা l তাকে পাঁচ বিকার রূপী রাবণ বলা হয় l এখন রাবণ রাজ্য শেষ হবে, তারপর ঈশ্বরীয় রাজ্য হবে l রাম রাজ্য বলা হয়, তাই না l সীতার রামকে তো জপ করে না l মালাতে মানুষ রাম - রাম জপ করে, তাই না l তারা পরমাত্মাকে স্মরণ করে l যিনি সকলের সদ্গতিদাতা, মানুষ তাঁর নামই জপ করতে থাকে l রাম অর্থ ভগবান l যখন মালা জপ করে তখন কোনো ব্যক্তিকে স্মরণ করে না, তাদের বুদ্ধিতে অন্য কেউই আর আসবে না l তাই বাবা এখন বোঝাচ্ছেন, রাত সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে l এ হলো কর্মক্ষেত্র, স্টেজ, যেখানে আমরা আত্মারা শরীর ধারণ করে অভিনয় করি l ৮৪ জন্মের অভিনয় করতে হবে l এরপর এতে বর্ণও দেখানো হয়, কেননা ৮৪ জন্মের হিসাব তো চাই l কোন্ কোন্ জন্মে, কোন্ কোন্ কুলে, কোন্ বর্ণে আসে, এই কারণে বিরাট রূপও দেখানো হয়েছে l প্রথমে হয় ব্রাহ্মণ l কেবল সত্যযুগী সূর্যবংশীতে ৮৪ জন্ম হতে পারে না l ব্রাহ্মণ কুলেও ৮৪ জন্ম হতে পারে না l ৮৪ জন্ম তো ভিন্ন - ভিন্ন নাম, রূপ, দেশ এবং কালে হয় l সত্যযুগ হলো সতোপ্রধান এরপর কলিযুগে তমোপ্রধান অবস্থায় অবশ্যই আসতে হয় l তারও সময় দেওয়া হয় l মানুষ কিভাবে ৮৪ জন্ম নেয় - এও বোঝার কথা l মানুষ তো বুঝতে পারে না, তাই তো বাবা বলেন, তোমরা নিজেদের জন্মকে জানো না, আমি তোমাদের বলছি l বাবা বোঝান যে, নাটকের নিয়ম অনুসারে অবশ্যই সবকিছু ভুলতে হবে l

এখন এ হলো সঙ্গম যুগ l দুনিয়া তো বলে, কলিযুগ এখন ছোটো বাচ্চা l একে বলা হয় অজ্ঞান, ঘোর অন্ধকার l ড্রামার অভিনেতারা যেমন জানতে পারে যে এই ড্রামা শেষ হতে আর দশ মিনিট সময় আছে, তেমনই এও হলো চৈতন্য ড্রামা l এ কখন সম্পূর্ণ হয় মানুষ জানেই না l মানুষ তো ঘোর অন্ধকারে আছে l বাবা বলেন যে, গুরু - গোঁসাই, জপ - তপ আদি করেও আমাকে পাওয়া যায় না l এসব হলো ভক্তিমার্গের সামগ্রী l আমি তো নিজের সময়েই আসি, যখন রাত থেকে দিন বানানোর সময় হয় অথবা অনেক ধর্মের বিনাশ করে এক ধর্মের স্থাপন করতে হয় l সৃষ্টিচক্র যখন সম্পূর্ণ হবে, তখনই তো আমি স্বর্গের স্থাপনা করবো l ঝট করে বাদশাহী শুরু হয়ে যায় l তোমরা জানো যে, আমরা আবার কোনো রাজার ঘরে জন্ম নিই তারপর ধীরে ধীরে নতুন দুনিয়া শুরু হয়ে যায় l সবকিছুই নতুন করে বানাতে হয় l বাবা বুঝিয়েছেন যে, আত্মার মধ্যে এই পড়ার সংস্কার বা কর্ম করার সংস্কার থেকে যায় l বাচ্চারা, তোমাদের এখন আত্ম - অভিমানী হতে হবে l সব মানুষই হলো দেহ - অভিমানী, যখন আত্ম - অভিমানী হবে তখনই পরমাত্মাকে স্মরণ করতে পারবে l প্রথমেই হলো আত্ম - অভিমানী হওয়ার কথা l সকলে বলেও থাকে যে আমরা জীবাত্মা l এও বলে যে, আত্মা হলো অবিনাশী আর এই শরীর বিনাশী l আত্মা এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করে l এতোটাও বলে কিন্তু এই মতে চলে না l এখন তোমরা জানো যে, আত্মা নিরাকারী দুনিয়া থেকে আসে, তার মধ্যে অবিনাশী পার্ট ভরা থাকে l একথা বাবা বসে বুঝিয়ে বলেন l মানুষ পুনর্জন্ম গ্রহণ করে l এই ড্রামা তো হুবহু রিপিট হয় l এরপর ক্রাইস্ট আদি সকলকেই আসতে হবে, তাঁরা নিজের

নিজের সময়ে এসে ধর্ম স্থাপন করবেন l তোমাদের এখন এ হলো সঙ্গম যুগী ব্রাহ্মণদের ধর্ম l ওরা হলো পূজারী ব্রাহ্মণ আর তোমরা হলে পূজ্য l তোমরা কখনোই পুজো করবে না l মানুষ তো পুজো করবে l তাই বাবা বলেন যে, এ কতো বড় পড়া l এতে কতো ধারণা করতে হয় l বিস্তারের সঙ্গে ধারণা করাতে নম্বরের ক্রমানুসার আছে l সংক্ষেপে তো তোমরা বুঝতে পারো যে, বাবা হলেন রচয়িতা আর এইসব হলো তাঁর রচনা l আচ্ছা, এ তো তোমরা বুঝতে পারো যে, ইনি হলেন বাবা l বাবাকে সমস্ত ভক্ত স্মরণ করে l ভক্তও যেমন আছে, বাচ্চাও তেমন আছে l ভক্তরা বাবা বলে ডাকে l ভক্তই যদি ভগবান হয় তাহলে তারা বাবা বলে কাকে ডাকে l এও কেউ বোঝে না l নিজেদের ভগবান মনে করে বসে যায় l বাবা বলেন যে, ড্রামা অনুসারে যখন এমন অবস্থা হয়ে যায়, ভারত যখন সম্পূর্ণ লাস্ট খাতায় চলে যায়, তখনই বাবা আসেন l ভারত যখন পুরানো হয়ে যায়, তখনই আবার নতুন করতে হয় l ভারত যখন নতুন ছিলো তখন আর কোনো ধর্ম ছিলো না l তাকে স্বর্গ বলা হতো l এখন ভারত পুরানো, একে নরক বলা হবে l ওখানে পূজ্য ছিলে, এখন পূজারী l পূজ্য আর পূজারীর তফাত তো বলেই দিয়েছি l আমি আত্মাই পূজ্য আবারও আমি আত্মাই পূজারী l আমি সেই জ্ঞানী আত্মা, আবারও আমি আত্মাই পূজারী আত্মা l আপনিই পূজ্য আবার আপনিই পূজারী, একথা ভগবানকে বলা হবে না, লক্ষ্মী - নারায়ণকে বলা হবে l তাই এই কথা বুদ্ধিতে থাকা উচিত যে, তাঁরা কিভাবে পূজ্য এবং পূজারী হলেন ?

বাবা বলেন যে, আগের কল্পেও আমি এই জ্ঞান দিয়েছিলাম, কল্প - কল্পই আমি জ্ঞান দিই l আমি আসিই কল্পের সঙ্গম যুগে l আমার নামই হলো পতিত পাবন l সম্পূর্ণ দুনিয়া যখন পতিত হয়ে যায়, তখনই আমি আসি l দেখো, এ হলো ঝাড়, এতে ব্রহ্মা উপরে দাঁড়িয়ে আছে l প্রথমে আদিতে দেখানো হয় l এখন সব পিছনের দিকে l ব্রহ্মা যখন পরের দিকে প্রত্যক্ষ হয়েছেন, তেমনই তারাও পরের দিকে আসবে l যেমন ক্রাইস্ট ছিলেন, তিনি আবারও পরের দিকে আসবেন কিন্তু আমরা পরের দিকে অর্থাত্ ডালের অন্তে তাঁর চিত্র দেখতে পাই না, বোঝাতে পারি l *ইনি যেমন দেবী - দেবতা ধর্মের স্থাপনকারী প্রজাপিতা ব্রহ্মা, এখন কল্পবৃক্ষের (ঝাড়ের) অন্তে দাঁড়িয়ে আছেন -- ক্রাইস্টও খৃষ্টান ধর্মের প্রজাপিতা l ইনি যেমন প্রজাপিতা ব্রহ্মা, তেমনই প্রজাপিতা ক্রাইস্ট, প্রজাপিতা বুদ্ধ ---এনারা সকলেই ধর্ম স্থাপন করেন l সন্ন্যাসীদের শংকরাচার্য, তাঁকেও পিতা বলা হবে l ওরা গুরু বলে থাকেন l ওরা বলবে, আমাদের গুরু ছিলেন শংকরাচার্য, তো ইনি ডালের আদিতে আছেন, ইনি জন্ম নিতে নিতে আবার অন্তে আসেন l এখন সবাই তমোপ্রধান অবস্থায় আছে* l এরাও এসে বুঝবে l পরের দিকে অবশ্যই সেলাম করতে আসবে l তাদেরও বলা হবে যে, বেহদের বাবাকে স্মরণ করো l বেহদের বাবা সবার জন্য বলেন, দেহ সহিত দেহের সব সম্বন্ধকে ত্যাগ করো l এই জ্ঞান প্রত্যেক ধর্মের মানুষের জন্যই l সকলেই দেহের ধর্ম ত্যাগ করে নিজেকে অশরীরী মনে করে বাবাকে স্মরণ করো l যতো স্মরণ করবে, যতো জ্ঞানের ধারণা করবে, ততই উঁচু পদ পাবে l আগের কল্পে যে যতো জ্ঞান নিয়েছিলো, ততটাই এসে নেবে l

বাচ্চারা, তোমাদের কতো নিশ্চিন্ত এবং আনন্দে থাকা উচিত - আমরা বিশ্বের রচয়িতা বাবার সন্তান, বাবা আমাদের এই বিশ্বের মালিক বানান, তিনিই আমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন l এ কতো সহজ কথা কিন্তু চলতে - চলতে অল্প কথায়ই সংশয় এসে যায়, একেই মায়ার ঝড় বা পরীক্ষা বলা হয় l এ কথা তো বাবা বলেন যে, গৃহস্থ জীবনে থাকতে হবে l সবাইকেই যদি গৃহত্যাগ করাই তাহলে তো সবাই এখানে এসে বসে যাবে l গৃহস্থ জীবনেও পাস করতে হবে তারপর সময় অনুযায়ী সেবাতে লেগে যেতেও হবে l যারা কাজ - কারবার ছেড়ে দিয়েছে, তাদের সেবাতে লাগানো হয় l এর মধ্যে কেউ কেউ বিগড়ে যায় l কেউ তো মনে করে শ্রীমতেই কল্যাণ l এই শ্রীমতে অবশ্যই চলতে হবে l নির্দেশ পেয়েছো, এতে আর অজুহাত দেখানো চলবে না l বাবা হলেন প্রতি বিষয়েই কল্যাণকারী l মায়া খুবই চঞ্চল l অনেকেই আছে যারা মনে করে এমন থাকার থেকে কাজ - কারবার করা ভালো , কেউ আবার মনে করে বিবাহ করে ফেলি l বুদ্ধি ঘুরতে থাকে l এরপর পড়া ছেড়ে দেয় l কেউ তো বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করে, আমরা অবশ্যই শ্রীমতে চলবো l ও হলো আসুরী মত আর এ হলো ঈশ্বরীয় মত l আসুরী মতে চললে অনেক বড় কড়া সাজা ভোগ করতে হয় l ওরা আবার গরুড় পুরাণে ভয়ের মুখরোচক ব্যাপার স্যাপার লিখে দিয়েছে, যাতে কেউ বেশী পাপ না করে l তবুও মানুষ থোড়াই শুধরায় l এ সবই বাবা বুঝিয়ে বলেন l কোনো মানুষই জ্ঞানের সাগর হতে পারে না l জ্ঞানের সাগর, নলেজফুল বাবা এই কথা বোঝাচ্ছেন l যারা বোঝে, তারা আবার বোঝায়, বলে এ সম্পূর্ণ ঠিক কথা, আমরা আবার আসবো l ব্যস, প্রদর্শনী থেকে বাইরে বেরোলেই সব শেষ l হ্যাঁ, যদি দু - তিনজনও এর থেকে আসে তাও ভালো, প্রজা তো অনেকই হয় l আশীর্বাদী বর্সার উপযুক্ত কেউ খুব মুশকিলের সঙ্গেই পাওয়া যায় l রাজা - রাণীদের এক - দুইজন বাচ্চা থাকবে l তাদের রাজকুলের বলা হবে l প্রজা তো অনেক হয় l প্রজা তো চট্ করে হয়ে যায় l রাজা অল্পই হয় l ১৬ হাজার ১০৮ ত্রেতার অন্তে গিয়ে তৈরী হয় l প্রজা তো প্রায় কোটি সমান হবে l এ কথা বোঝার জন্য বিশাল বুদ্ধির প্রয়োজন l আমরা পারলৌকিক বাবার থেকে অবিনাশী অবিনাশী বর্সা নিচ্ছি l বাবার নির্দেশ হলো, আমাকে স্মরণ করো আর আশীর্বাদী বর্সাকে স্মরণ করো l মনমনাভব আর মধ্যাজী ভব l

স্বর্গ হলো বিষ্ণুপুরী আর এ হলো রাবণ পুরী l শান্তিধাম, সুখধাম আর দুঃখধাম - এ কথা বাবাই বোঝান আমাদের l *বাবাকে স্মরণ করলে অন্ত মতি তেমন গতি হয়ে যাবে l মনে করো ভক্তিমার্গে মানুষ কৃষ্ণকে স্মরণ করে কিন্তু এমন নয় যে কৃষ্ণকে স্মরণ করলেই কৃষ্ণপুরীতে চলে যাবে l খুব বেশী হলে ধ্যানে কৃষ্ণপুরীতে গিয়ে রাস আদি করে ফিরে আসবে l সে হলো নৌধা ভক্তির (নয় রকম ভক্তি) প্রভাব, যাতে তাদের সাক্ষাৎকার হয়ে যায়, মনোকামনাও পূরণ হয় l বাকি সত্যযুগ হলো সত্যযুগই l সেখানে যাওয়ার জন্য ঐকান্তিক পঠনপাঠন (নৌধা) চাই, নৌধা ভক্তি নয়* l তোমরা পড়তে থাকো, মুরলী অবশ্যই পড়া প্রয়োজন l সেন্টারে অবশ্যই যেতে হবে l না হলে মুরলী এনে ঘরে অবশ্যই পড়ো l আবার কাউকে বলা হয় সেন্টারে যাও, প্রত্যেকের জন্যই আলাদা l সকলের জন্য একরকম হতে পারে না l এমন নয় যে বাবা বলবেন ব্যস যাই পাও দৃষ্টি দিয়ে খাও, কিন্তু বাবা বলেন, কোনো উপায় নেই এমন পরিস্থিতিতে, যখন কোনো কিছুই করা সম্ভব নয় তখন দৃষ্টি দিয়ে খাও l বাকি সবার জন্য বাবা থোড়াই এমন বলবেন l যেমন বাবা কাউকে বলেন, আচ্ছা না সম্ভব হলে বায়োস্কোপে যাও, কিন্তু এ কথা সকলের জন্য নয় l কারোর সঙ্গে যদি যেতেও হয় তো তাকে এই জ্ঞান দিতে হবে l এ হলো হদের নাটক আর ও হলো বেহদের নাটক l তাই সেবা করতেই হবে l এমন নয় যে কেবল দেখার জন্যই যেতে হবে l শ্মশানে গিয়েও তোমাদের সার্ভিস করতে হবে l আচ্ছা l

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত l রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার l

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) বাবার প্রতি কথায়ই কল্যাণ আছে, এই মনে করে নিশ্চয় বুদ্ধি হয়ে চলতে হবে, কখনোই সংশয়ে আসবে না l শ্রীমতকে যথার্থ রীতিতে বুঝতে হবে l

২) আত্ম - অভিমানী থাকার অভ্যাস করতে হবে l ড্রামাতে প্রতি অভিনেতারই অনাদি পার্ট, তাই সাক্ষী হয়ে দেখার অভ্যাস করতে হবে l

বরদানঃ- প্রত্যেকের বিশেষত্বকে দেখে, তাদের সেবায় নিয়োগ করে আশীর্বাদের পাত্র ভব*

বাপদাদার যেমন প্রতি বাচ্চার বিশেষত্বের সঙ্গে প্রেম আছে, আর প্রত্যেকের মধ্যেই কোনো না কোনো বিশেষত্ব আছে, তাই বাপদাদার সবার প্রতিই প্রেম আছে l তাই তোমরাও প্রত্যেকের বিশেষত্বকে দেখো l হংস যেমন পাথর নয়, মোতি চয়ন করে, তেমনি তোমরাও হলে হোলি হংস, তোমাদের কাজই হলো প্রত্যেকের বিশেষত্বকে দেখা আর তাদের সেই বিশেষত্বকে সেবাতে লাগানো l তাদের বিশেষত্বের উৎসাহে এনে, তাদের দ্বারা সেই বিশেষত্বকে সেবাতে লাগাও, তাহলে তাদের শুভেচ্ছা তোমরা প্রাপ্ত করবে l আর তারা যে সেবা করবে, সেই সেবার ভাগও তোমরা পাবে l

স্লোগানঃ- বাপদাদার সঙ্গে এমন কম্বাইন্ড থাকো যে, তোমাদের দেখে তাদের বাবা স্মরণে আসে* l